কালের কণ্ঠ

তারিখ 02 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

প্রধান বিচারপতি বললেন

শিক্ষার কী মান ছিল আজকে কোথায় চলে যাচ্ছি?

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশের উন্নয়ন যাত্রায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেও শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার (এস কে) সিনহা। তিনি বলেন, 'শিক্ষক-ছাত্র-কর্মচারী প্রত্যেকের সর্বত্র অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে। শিক্ষার কী মান ছিল, আজকে আমরা কোথায় চলে যাচ্ছি?'

গতকাল শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে জগন্নাথ হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধান বিচারপতি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, বাঙালি জাতি এখন বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-প্রযুক্তি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্যের দিকে ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে। এই উন্নয়ন যাত্রা কেউ পরাভূত করতে পারবে না।

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ২

শিক্ষার কী মান ছিল

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধান বিচারপতি আরো বলেন, 'আমরা যে যেখানে থাকি না কেন, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে নিরন্তর কাজ করে যাব।'

তবে প্রধান বিচারপতি দেশের শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, 'এই সর্বোচ্চ ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়ে দু-একটি কথা বলতে চাই। সেটা হলো, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষার মান। আমাদের এই যে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ, সেখানে শিক্ষক-ছাত্র-কর্মচারী প্রত্যেকের সর্বত্র অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে। আমরা এই রকম একটা প্রতিষ্ঠানকে কি রক্ষা করতে পারব?'

সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বলেন, 'আমরা শিক্ষাকে একটা ব্যবসা হিসেবে পরিণত করেছি। এই প্রতিষ্ঠানটা একটা মহান বিদ্যাপীঠ। আমার মহান বিদ্যাপীঠের সম্মানিত শিক্ষক যাঁরা, এই শিক্ষকরা এখন নিজ প্রতিষ্ঠানে ক্লাস নেওয়ার চেয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেওয়ার জন্য ঝুঁকে যান। আমার এই কথা শুনলে অনেকে অখুশি হবেন। কারণ যখন দেখি একজন ছেলে বা মেয়ে এই প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে আইন পেশায় যায়, তখন তাকে একটার বেশি দুটি প্রশ্ন করলে তার মুখ থেকে কোনো কথা বের হয় না। খুবই কষ্ট লাগে।'

প্রধান বিচারপতি বলেন, 'শিক্ষার আলো জ্বালাতে হলে গুরুজনদের যেভাবে আমরা শ্রদ্ধা করতাম, এটা বজায় রাখতে হবে। আমাদের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের কাছে অনুরোধ করব, গুরুজন হিসেবে আন্তরিকতার সঙ্গে আমরা যেটা শিক্ষা পেয়েছি, সেই শিক্ষা তাদের দেওয়ার জন্য।'

একাত্তরে জগন্নাথ হলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান প্রধান বিচারপতি। তিনি বলেন, 'একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে জগন্নাথ হলে যত রক্ত ঝরেছে, আর কোনো ছাত্র হলে এত রক্ত ঝরেনি।'

দেশের প্রতিটি আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ হলের যেসব শিক্ষার্থীর রক্ত ঝরেছে, তাঁদের প্রতিও শ্রদ্ধা জানান প্রধান বিচারপতি।

তিনি বলেছেন, 'শিক্ষক-ছাত্র-কর্মচারী প্রত্যেকের সর্বত্র অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে। শিক্ষার কী মান ছিল, আজকে আমরা কোথায় চলে যাচ্ছি?'

অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কানুতোষ মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পুনর্মিলনীতে আরো বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, অধ্যাপক অজয় রায়, আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, আওয়ামী লীগের নেতা অসীম কুমার উকিল, বিএনপি নেতা নিতাই রায় চৌধুরী, সংসদ সদস্য পঙ্কজ দেবনাথ, জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অসীম সরকার প্রমুখ।